(৩৮)

দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ AUG. 14 2006
পৃষ্ঠা ৭২ কলাম ২

কওমী মাদ্রাসা অঙ্গনে বিভাজনের পাঁয়তারা

গোয়েন্দা সংস্থার মাধ্যমে বিতর্কিত বৈঠ

মোহাম্মদ আবদুর রহিম

কওমী মাদ্রাসা সনদের স্বীকৃতি দেয়ার বিষয়কে পুঁজি করে কওমী শিক্ষাবিরোধী সরকা ভেতরের একটি মহলের ফর্মুলা অনুযায়ী কওমী অঙ্গনে এবং কওমী সনদের স্বীকৃতির ব আন্দোলনকারী ইসলামী নেতৃবৃন্দের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টির সূক্ষ্ম পাঁয়তারা চলছে। উক্ত মহ প্রভাব বিস্তার করে একটি গোয়েন্দা সংস্থার মাধ্যমে সম্প্রতি জামায়াত ঘরনার উত্তরাস্থ মেজ ফাউন্ডেশনের অফিসে কওমী সনদের স্বীকৃতির বিষয়ে একটি বৈঠক করেছে। নির্ভরযোগ্য সূ জানা গেছে, উক্ত বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা মন্ত্রী, ২-এর পৃঃ ৮-এর কঃ দে

কওমী সনদের স্বীকৃতি

১২-এর পৃষ্ঠার পর

গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয় ছিল- কওমী মাদ্রাসা শিক্ষার সর্বোচ্চ ডিগ্রী দাওরায়ে হাদীসের সনদের স্বীকৃতির বিষয়ে বেফাক-এর মহাসচিব দাওরায়ে হাদীসের সনদের স্বীকৃতি কোন পর্যায়ে তা পূর্ণাঙ্গরূপে তুলে ধরেন। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন সহ-সভাপতি মাওলানা আশরাফ আলী (কুমিল্লা), মাওলানা নূর হোসাইন কাসেমী, মাওলানা শহীদুল ইসলাম এমপি, মাওলানা রুহুল আমীন গওহরডাঙ্গা, মাওলানা আনওয়ারুল করিম যশোর, মাওলানা আবুল ফাতাহ প্রমুখ।

বেফাক-এর শূরার সদস্যবৃন্দ ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন যে, দীর্ঘদিন সরকারের ওয়াদা অনুযায়ী এ স্বীকৃতির আবেদন জানিয়ে আসা হয়েছে। কিন্তু সরকার এ বিষয়ে গরিমসি করায় সভায় ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত এক প্রস্তাবে অনতিবিলম্বে স্বীকৃতি প্রদান করে ওয়াদা পূরণ করার আহবান জানান হয়।

সভায় সরকারকে সতর্ক করে দিয়ে বলা হয় যে, দেশের শীর্ষস্থানীয় ওলামায়ে কেরামের সঙ্গে দেয়া ওয়াদা হিসেবে বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশ-এর নামেই কওমী সনদের স্বীকৃতি প্রদান করতে হবে। স্বীকৃতি প্রদানের নামে বা বেফাক-এর মাধ্যম ব্যতীত অন্য কোন প্রক্রিয়ার আশ্রয় নেয়া হলে বা কোন প্রকার প্রহসনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে, তা ওলামায়ে কেরাম মেনে নিবেন না। সভায় উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ১১ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। এ কমিটি স্বীকৃতি আদায়ের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা এবং পথ ও পন্থা গ্রহণ করবেন। বেফাক-এর সভাপতিকে প্রধান করে এ কমিটি গঠন করা হয়েছে। এখন থেকে এ কমিটি পরামর্শ করে যাবতীয় কার্যক্রম গ্রহণ